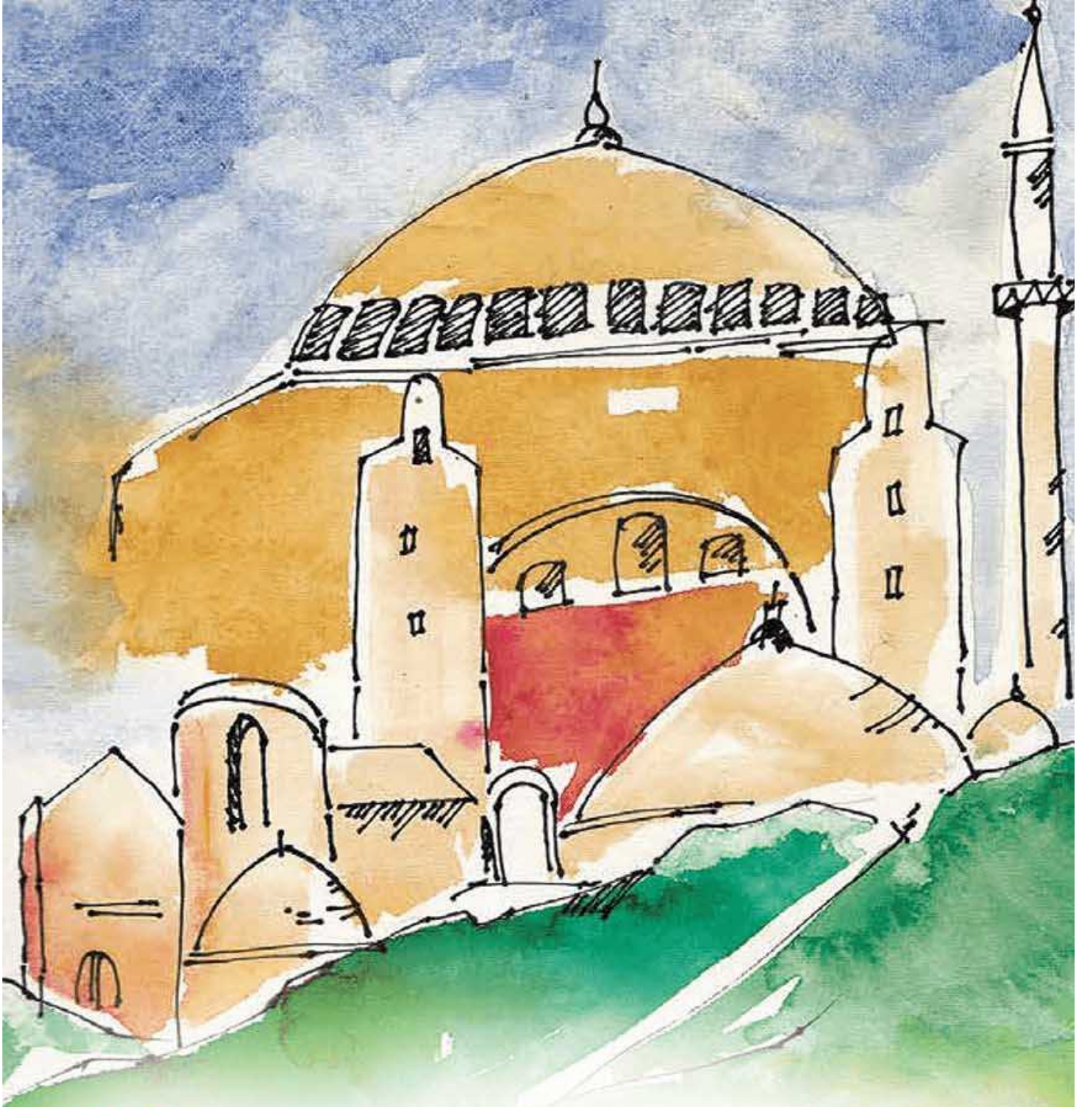




আমাদের নবীজির নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। এ কথা তো তোমরা সবাই জানো। কিন্তু নবীজির বাবার নাম জানো তোমরা? বলো তো, নবীজির বাবার নাম কী? হ্যাঁ, নবীজির বাবার নাম আবদুল্লাহ।

নবীজির মায়ের নাম জানো তোমরা? বলো তো, নবীজির মায়ের নাম কী? হ্যাঁ, নবীজির মায়ের নাম আমিনা।

কিন্তু তোমরা কি জানো, আমাদের নবীজির যে আরেকজন মা ছিলেন? জানো না? আচ্ছা, আজকে তাহলে নবীজির সেই মায়ের গল্প বলি তোমাদের।



ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনেছ তোমরা? শোনোনি? তবে
তাঁর বাবার নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর বাবার নাম আবু জাহাল।

ইকরিমার বাবা আবু জাহাল আমাদের নবীজির অনেক বড় শত্রু। সে
কাফের। আল্লাহকে মানে না। আমাদের নবীজিকে মানে না। মক্কার
মুসলমানদের সে অনেক কষ্ট দেয়, অনেক নির্যাতন করে। সুমাইয়া ও ইয়াসির
নামের দুজন সাহাবিকে সে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। আমাদের নবীজি
একটুও পছন্দ করেন না তাকে।

এই নিষ্ঠুর আবু জাহালের ছেলের নামই ইকরিমা। ইকরিমা ইবনে আবু জাহাল। প্রথম জীবনে বাবার মতো তিনিও ছিলেন কাফের। মূর্তির পূজা করতেন।

মক্কার কাবাঘরে তখন ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি সাজানো ছিল। মক্কার মানুষেরা পূজা করতো এসব দেব-দেবীর। কিন্তু আমাদের নবীজি এসে বললেন, ‘এসব দেব-দেবীর পূজা করা খারাপ কাজ। তোমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করো। মূর্তির কোনো শক্তি নেই, সকল শক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ।’

তখনই মক্কার মানুষেরা রাসুলের শত্রু হয়ে গেল। ইকরিমাও শত্রু হয়ে গেলেন আমাদের নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের।



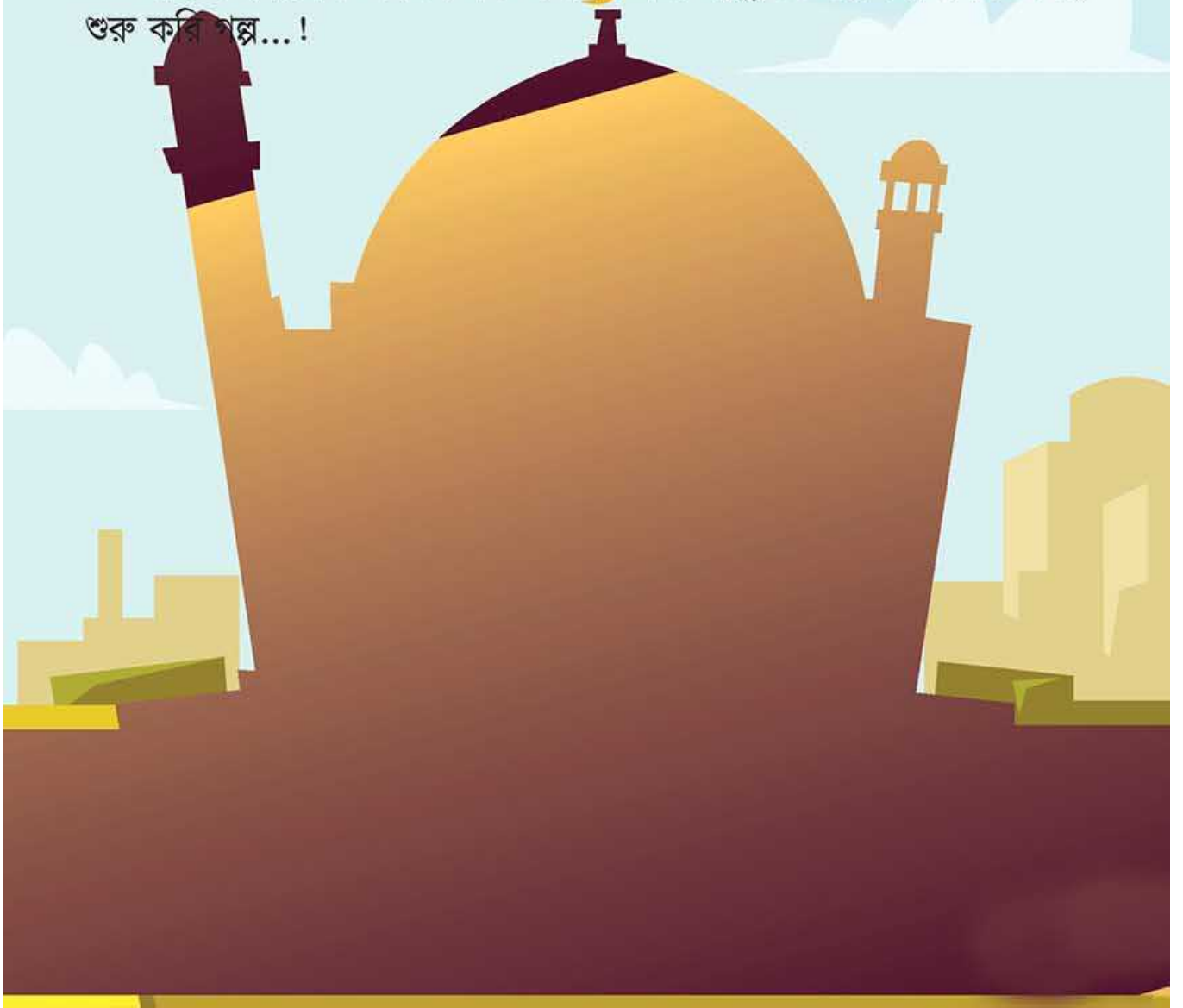
এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি মানুষ কারা, বলো তো? বলতে পারবে? যদি বলতে পারো, তাহলে আজ তোমাদের একজন দামি মানুষের গল্প শোনাব।

বলতে পারলে না তো? আচ্ছা, তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি—এই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মানুষ হচ্ছেন জ্ঞানীরা।

কী, অবাক হচ্ছে? অবাক হওয়ার মতো কিছু বলিনি। যা সত্য তা-ই বললাম। আমাদের কোরআন এবং হাদিসেও বলা হয়েছে—জ্ঞানীর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই পৃথিবীতে। যার অনেক টাকা-পয়সা আছে, সে কিন্তু দামি নয়। সিনেমার নায়ক-নায়িকা, তারাও দামি নয়। ক্রিকেটার, ফুটবলার, খেলোয়াড়, তারাও নয়।

যার অনেক জ্ঞান, যে অনেক পড়াশোনা করে, যে অনেক কিছু জানে—সে হচ্ছে দামি মানুষ।

আজ তোমাদের এমনই এক মহান জ্ঞানী মানুষের গল্প শোনাব। চলো, শুরু করি গল্প...!



আমাদের নবীজির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স তোমাদের মতোই। এই ধরো, ১০ থেকে ১১ বছর। দেখতে সুন্দর, ঘন কালো মাথার চুল। বুদ্ধিতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। যে দেখবে সে-ই পছন্দ করবে তাকে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুমি নাকি নবীজি মদিনায় আসার আগেই কোরআনের ১৭টি সুরা মুখস্থ করেছ?’

ছেলেটি উত্তর দিল, ‘জি।’

একজন বললেন, ‘শোনাও দেখি।’

ছেলেটি তার সুরেলা কণ্ঠে একে একে ১৭টি সুরা তেলাওয়াত করল। নবীজি খুব খুশি হলেন। অনেক দোয়া করলেন তার জন্য—একদিন সে যেন অনেক জ্ঞানী হয়।

ছেলেটি একদিন সত্যি সত্যি অনেক বড় জ্ঞানী হয়েছিল। তাঁর নাম জাযিদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।

